কোলকাতা পৌর কর্পোরেশন নির্বাচন

লালেদের হাতে লাল বাড়ি

মুক্তি চৌধুরী, *কোলকাতা থেকে*

শেষ পর্যন্ত কোলকাতার দু'নম্বরের লালবাড়িটার দখল নিয়ে নিলো কোলকাতার লাল দলেদের জোট 'বামফ্রন্ট'। প্রতি ৫ বছর পর কোলকাতার দুটো লালবাড়ির দখল নিয়ে লড়াই হয়। কে বসবে এই লাল বাড়ির সিংহাসনে? এক নম্বর লাল বাড়িটা হলো কোলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিং' বা 'মহাকরণ'। এখানের সিংহাসনে বসে আছেন সেই লাল দলেদের জোট বামফ্রন্টের নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আর দু'নম্বর লাল বাড়িটার সিংহাসনে গত ৫ বছর ধরে বসে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি জোটের এক সময়কার নেতা সুব্রত মুখার্জি। সেই দু'নম্বর লালবাড়িটার দখল নিয়ে লড়াই হয় গত ১৯ জুন। বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি আর উন্নয়ন মঞ্চের। সেই লড়াইর ফলাফল বের হয় ২১ জুন। আর ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, ৫ বছর পর ফের লালবাড়িটা পুনরুদ্ধার করে ফেলেছে লাল দলেরা। মানে বামফ্রন্টরা। আর লালেদের এই জয়ে গত ২১ জুন কোলকাতা শহরও লাল আবিরে মেতে ওঠে। শহর জুড়ে ওড়ে লাল পতাকা।

৫ বছর পর পৌর কর্পোরেশনের দখল ফিরে পেয়েছে বামফ্রন্ট। গত ২০০০ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট হেরেছিল তৃণমূল-বিজেপি-কংগ্রেসের কাছে। মেয়র হয়েছিলেন সেদিনের মমতার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সুব্রত মুখার্জি। ঠিক ৫ বছর পর সেদিনের সেই দলেরই পরাজয় হল। এবার মেয়র হচ্ছেন বামফ্রন্টের শরিক সিপিআই (এম)'র নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। আগামী ৮ জুলাইর মধ্যেই তিনি 'মেয়র' হিসেবে শপথ নেবেন। কারণ, ২০০০ সালের ৮ জুলাই শপথ নিয়েছিলেন সুব্রত মুখার্জি।

এবারের নির্বাচনে বামফ্রন্ট পেয়েছে ৭৫টি আসন। কোলকাতা পৌর কর্পোরেশনের রয়েছে ১৪১টি আসন বা ওয়ার্ড। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি-তৃণমূল জোট। পেয়েছে ৪৫টি আসন। এর মধ্যে বিজেপির আসন ৩টি। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন 'সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা' (ইউডিএ) পেয়েছে ১৯টি আসন। এর মধ্যে কংগ্রেসের একার রয়েছে ১৫টি আসন। আর নির্দল হিসেবে জিতেছেন একজন। গত ২০০০ সালের নির্বাচনের ফল ছিল: বামফ্রন্ট ৬০, তৃণমূল কংগ্রেস ৫৬, কংগ্রেস ১৫, বিজেপি ৪ ও নির্দলদের ৫টি আসন। এবারের নির্বাচনে মহিলা কাউন্সিলর হয়েছেন ৬২ জন। এর মধ্যে ৩১ জন বামফ্রন্টের। ২২ জন তৃণমূল কংগ্রেসের। ২ জন বিজেপির। কংগ্রেস জোটের ৭ জন। আর এবারের নির্বাচনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কাউন্সিলর হয়েছেন ১৮ জন। এর মধ্যে ১১ জন বামফ্রন্টের। ৪ জন কংগ্রেস জোটের ও ৩ জন তৃণমূল কংগ্রেসের। গত নির্বাচনে জিতেছিলেন ১৯ জন।

তবে, এবারের নির্বাচনের আগে তৃণমূল থেকে বেরিয়ে এসে মেয়র সুব্রত মুখার্জির 'পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চ' গড়ার কারণেই ধাক্কা খায় বিরোধীরা। দ্বিতীয় ধাক্কা আসে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য না হওয়ায়। বিরোধী দলে বিভেদের কারণেই এবার মূলত উত্থান ঘটে বামফ্রন্টের। যদিও প্রচার মাধ্যমে যেভাবে বামফ্রন্টের বিপুল জয় নিয়ে নিশ্চিত ছিল, সেভাবে কিন্তু ফলাফল হয়নি এবার। বলতে গেলে কোনও রকমে 'সেভ' হয়ে যায় বামফ্রন্ট। অথচ, নির্বাচনের পর বুথ ফেরত সমীক্ষা করে 'স্টার-আনন্দ ও এসি নেলসন' জানিয়েছিল বামফ্রন্ট জিতবে ৯২টি আসনে। তৃণমূল-বিজেপি জোট পাবে ৩২ আর কংগ্রেস-উন্নয়ন মঞ্চ জোট পাবে ১৪টি আসন। কার্যত এদের মধ্যকার ফলাফল সঠিক হয় কংগ্রেসের ক্ষেত্রে।

যা হোক, দীর্ঘ ৫ বছর পর আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে বামফ্রন্ট। মূলত ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, কোলকাতা পৌর কর্পোরেশন স্বাধীনতা উত্তর কালের বেশির ভাগ সময়ই ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ১৯৪৭-২০০৫ এই সুদীর্ঘ ৫৮ বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট পৌর কর্পোরেশন শাসন করেছে ১৮ বছর অর্থাৎ ষাটের দশকের শেষের দিকে ৩ বছর এবং ১৯৮৫-২০০০ সাল, এই ১৫ বছর। বাকি ৪০ বছর শাসন করেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস।

এবার কংগ্রেসের কাছ থেকে সেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টের দখলে এসেছে কোলকাতার দু'নম্বরের লাল বাড়িটা। এই বাড়িটার সিংহাসনে বসার জন্য তিন জোটের তিন প্রার্থী 'মেয়র' হিসেবে লড়েছেন। এরা হচ্ছেন বামফ্রন্টের বিকাশ ভট্টচার্য, তৃণমূল-বিজেপি জোটের অজিত পাঁজা এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএ (UDA) জোটের বিদায়ী মেয়র সুব্রত মুখার্জি। শেষ অবধি লড়াইতে জিতেছেন বিকাশ ভট্টাচার্য। আর তিনিই ২ নম্বর লাল বাড়িটার সিংহাসনে বসছেন ৩৬ তম 'মেয়র' বা 'মহানাগরিক' হিসেবে। তারই প্রস্তুতি চলছে এখন।

সাবেক মেয়র সুব্রত মুখার্জি

নবনির্বাচিত মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্জ

অজিত পাঁজা